৪।

দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 21 AUG 1996
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

ঢাকা ভার্সিটিতে সন্ত্রাস সম্পর্কে সংসদে আলোচনা হবে

সংসদ রিপোর্টার ॥ বিরোধীদলের উপনেতা অধ্যাপক বদরুদ্দোজা চৌধুরীসহ বিএনপি'র কয়েকজন এমপি মঙ্গলবার সংসদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান সন্ত্রাসী পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনার দাবি জানালে সরকারীদলের পক্ষে টিএ্যান্ডটিমন্ত্রী মোঃ নাসিম গত ৫ বছর ধরে শিক্ষাঙ্গনে ছাত্রদলের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের সংক্ষিপ্ত

(শেষ পৃষ্ঠা ৩ কঃ দেখুন)

ঢাকা

(প্রথম পাতার পর)

বর্ণনা দিয়ে গোটা পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনায় সম্মতি দেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে ডেপুটি স্পীকার এ্যাডভোকেট আব্দুল হামিদ বলেন, উভয়পক্ষই যেহেতু রাজি সুতরাং এ আলোচনা হতে পারে তবে তা হবে কার্যপ্রণালী বিধি অনুযায়ী।

মঙ্গলবার বিকালে সংসদের বৈঠক শুরুর পরপরই বিএনপি'র মেজর (অব) হাফিজ এবং জয়নুল আবেদীন ফারুক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদুল্লাহ এবং এফএইচ হল দখল করে ছাত্রলীগের সশস্ত্র কর্মীরা ক্যাম্পাস সন্ত্রস্ত করে তুলেছে বলে অভিযোগ করে বলেন, এ বিষয়ে নোটিশ দেয়া হয়েছে এবং তার ভিত্তিতে সংসদে আলোচনা হওয়া উচিত। ডেপুটি স্পীকার এ্যাডভোকেট হামিদ নোটিশ বিবেচনা করা হবে বলে জানান। পরবর্তীতে বিরোধী দলীয় উপনেতা অধ্যাপক চৌধুরী ফ্লোর নিয়ে বলেন, নোটিসগুলো গ্রহণ করে এ বিষয়ে আলোচনা করা উচিত যেহেতু সংসদকে 'সবকিছুর কেন্দ্রবিন্দু' করার অঙ্গীকার সরকার করেছে। তিনিও ক্যাম্পাসে সন্ত্রাসের জন্য সরকারী দলের ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগকে এবং পক্ষপাতমূলক আচরণের জন্য পুলিশকে অভিযুক্ত করেন।

জবাবে টিএ্যান্ডটি মন্ত্রী মোঃ নাসিম বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো শিক্ষাঙ্গনকে কারা ক্যান্টনমেন্ট বানিয়ে রণাঙ্গনে পরিণত করেছে তা সবাই জানে। ছাত্রদলের উপদলীয় কোন্দলের জের হিসারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে খুনোখুনি, জগন্নাথ কলেজে পুলিশ অফিসার ফরহাদ হত্যা ইত্যাদি ঘটনা উল্লেখ করে তিনি বলেন, ক্ষমতায় থাকাকালে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া তাঁর এই ছাত্র বাহিনীকে দিয়ে আন্দোলন দমন করার হুমকি দিয়েছিলেন। ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবসের দিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগ আয়োজিত মিলাদ মাহফিলে এবং বঙ্গবন্ধু ভবনে যাবার পথে মিছিলে ছাত্রদলের হামলার সাম্প্রতিক ঘটনার কথা উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসের এই সকল বিষয় নিয়ে আলোচনার পর সন্ত্রাস নির্মূলের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে আমাদের কোন আপত্তি নেই। মন্ত্রীর এই বক্তব্যের পর বিএনপি'র আরও কয়েকজন বলতে দাঁড়ান, কিন্তু বিতর্ক এড়ানোর জন্য ডেপুটি স্পীকার আর কাউকে ফ্লোর দেননি।